যুগান্তর

তারিখ ... 20 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪

ইংরেজি-শিক্ষক সংকট নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

সারাদেশে পাবলিক পরীক্ষাগুলোয় নকল বন্ধের অকল্পনীয় সাফল্যের জন্য আপনাকে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়সহ সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, সারাদেশে বেসরকারি কলেজ-মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। ঢাকাসহ বড় শহরগুলোর বাইরে এই সংকট প্রচণ্ড। বিশেষ করে উপজেলা এবং দূরবর্তী জেলা পর্যায়ে এই সংকট খুবই তীব্র। উপজেলা পর্যায়ের এমনও বেসরকারি কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে যেখানে ইংরেজি প্রভাষকের অভাবে অনেক সময় অন্য শিক্ষকরা ইংরেজি ক্লাসে প্রক্সি দিতে বাধ্য হচ্ছেন, যা সুশিক্ষার জন্য সুখকর নয়। বিগত সরকারের শেষ পর্যায়ে শিক্ষক সমিতির একাংশের সঙ্গে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর ৯ দফা চুক্তির (যা ইতিমধ্যেই আপনার সরকার কর্তৃক কালো চুক্তি হিসেবে অভিহিত হয়েছে) ফলে এই সংকট আরও তীব্র হয়েছে। ওই চুক্তির একটি দফা হল- অনার্স ছাড়া শুধু এমএ ডিগ্রিধারী আর বেসরকারি কলেজ ও মাদ্রাসায় নিয়োগ পাবে না। এমএ প্রথম শ্রেণী থাকলেই শুধু নিয়োগ পেতে পারে এবং শিক্ষা জীবনে কোন তৃতীয় শ্রেণীও গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিমধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর বিধান রহিত করে আপনার সরকার আবারও প্রশংসা অর্জন করেছে। ওই চুক্তির পূর্বে একটি নিয়ম ছিল যে, যেহেতু ইংরেজি শিক্ষক খুবই কম পাওয়া যায় তাই বেসরকারি কলেজ ও মাদ্রাসার জন্য ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনার্স শিক্ষিকযোগ্য ছিল। এমনকি তৃতীয় শ্রেণীও গ্রহণযোগ্য ছিল।

প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে যেখানে বারবার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও শুধু এমএ (ইংরেজি) ডিগ্রিধারী তেমন পাওয়া যায় না, সেখানে অনার্সের বাধ্যবাধকতার ফল কি হবে? বেসরকারি কলেজ ও মাদ্রাসাগুলো আরও ইংরেজি শিক্ষকের সংকটে পতিত হবে। শ্রেণীকক্ষে ইংরেজি পাঠদান মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে এবং গ্রামীণ জনপদের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি শিক্ষায় আরও পিছিয়ে পড়বে এবং নকলমুখী হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। যে সমস্যা ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে।

ইংরেজি (অনার্স) এমএ পড়ুয়াদের বেশির ভাগই ঢাকামুখী এবং বিভিন্ন কোর্স করে বিদেশমুখী। তাদের অনেকেরই বেসরকারি কলেজে অল্প বেতনের শিক্ষকতাকে পছন্দ না করে প্রাইভেট ফার্ম, কোম্পানি এবং এনজিও'র চাকরিকেই বেশি পছন্দ করে। এটাই বাস্তবতা। আগের নিয়মটি বহাল থাকলে অন্তত এমএ (ইংরেজি) দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত অনেকেই শিক্ষকতাকে মহান ব্রত হিসেবে বেছে নিতে পারবেন। এতে ইংরেজি শিক্ষক সংকট কিছুটা হলেও লাঘব হবে। আমরা অনেক সময় স্থানীয় এমএ (ইংরেজি) দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত অগ্রাধী প্রার্থী পেয়েও ওই চুক্তির কারণে ইংরেজি প্রভাষক নিয়োগ দিতে পারছি না।

তাই ঢাকার পরিস্থিতির আলোকে পুরো দেশকে বিবেচনা না করে মফস্বল কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর ইংরেজি শিক্ষক সংকটের কথা ভেবে অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ইংরেজির এমএ ডিগ্রিধারীদের মূল্যায়ন করুন। তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে আগের নিয়মটি বহাল রাখুন। প্রয়োজনে শর্ত থাকতে পারে যে, শুধু এমএ ইংরেজির ক্ষেত্রে শিক্ষা জীবনে কোন তৃতীয় শ্রেণী গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা অভিভাবক সমাজ আপনার সুবিবেচনায় এবং দ্রুত হস্তক্ষেপে এই সংকট থেকে উত্তরণের আশা করি।

মোঃ নূরুল হক
অধ্যক্ষ, আঠারবাড়ী ডিগ্রি কলেজ
ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ